

Kidzin

Zinc Sulphate

COMPOSITION :

Kidzin Syrup: Each 5 ml syrup contains Zinc Sulphate Monohydrate BP equivalent to 10 mg elemental zinc.

PHARMACOLOGY :

Kidzin is the preparations of zinc which is an essential trace element and involved in a number of body enzyme systems. The body needs zinc for normal growth and health. Zinc is vital for growth and development, sexual maturation and reproduction, dark vision adaptation, olfactory and gustatory activity, insulin storage and release and for a variety of host immune defenses. Zinc deficiency may lead to impaired immune function, delayed wound healing, a decrease sense of taste and smell, a reduced ability to fight infections, poor night vision, increased risk of abortion, alopecia, mental lethargy, skin changes and poor development of reproductive organs.

INDICATION :

Kidzin is indicated in zinc deficiency and/or zinc losing conditions. Zinc deficiency can occur as a result of inadequate diet or malabsorption, excessive loss of zinc can occur in trauma, burns, diarrhoea and protein losing conditions. A zinc supplement is given until clinical improvement occurs but it may need to be continued in severe malabsorption, metabolic disease or in zinc losing states. It is indicated in the following conditions - Recurrent respiratory tract infections, diarrhoea, loss of appetite, severe growth retardation, deformed bone formation, impaired immunological response, acrodermatitis enteropathica, parakeratotic skin lesions, defective and delayed wound healing, anaemia, night blindness & mental disturbances.

DOSAGE & ADMINISTRATION :

Children under 10 kg : 5 ml (1 teaspoonful) in divided 2 times daily.
Children (10 - 30 kg) : 10 ml (2 teaspoonful) in divided 1-3 times daily.
Adults and children above 30 kg : 20 ml (4 teaspoonful) in divided 1-3 times daily.

CONTRAINDICATION :

It is contraindicated in those who are hypersensitive to any component of the ingredient of this zinc containing supplement.

SIDE-EFFECTS :

Zinc may cause nausea, vomiting, diarrhoea, stomach upset, heartburn and gastritis.

PRECAUTION :

In acute renal failure zinc accumulation may occur; so doses adjustment is needed.

DRUG INTERACTION :

Concomitant intake of a tetracycline and zinc may decrease the absorption of both the tetracycline and zinc. Similarly concomitant administration of zinc and quinolone may also decrease the absorption of both. Concomitant intake of penicillamine and zinc may depress absorption of zinc.

USE IN PREGNANCY & LACTATION :

Zinc is used during pregnancy and lactation at a dose of 20 mg per day. Zinc crosses the placenta and is present in breast milk.

STORAGE :

Store in a cool and dry place, away from light. Keep out of the reach of children.

PACKING :

Kidzin Syrup : Bottle containing 100/200 ml syrup.

Manufactured by:



Rupganj, Narayanganj, Bangladesh

P12067

কিডজিন

জিংক সালফেট

উপাদানঃ

কিডজিন সিরাপঃ প্রতি ৫ মি.লি. সিরাপে আছে জিংক সালফেট মনোহাইড্রেট বিপি যা ১০ মি.গ্রা. এলিমেন্টাল জিংক এর সমতুল্য।

ফার্মাকোলোজিঃ

কিডজিন হচ্ছে জিংক দিয়ে প্রস্তুতকৃত ঔষধ যা একটি অপরিহার্য ক্ষুদ্র উপাদান এবং এটি অসংখ্য এনজাইম তন্ত্রের সাথে জড়িত। স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ও শারীরিক বৃদ্ধি, যৌন পরিপক্বতা ও প্রজনন ক্ষমতা, অস্পষ্ট দৃষ্টির অভিযোজন, অলফ্যাক্টরী ও গাস্টেস্টরি কার্যকলাপ, শারীরিক অনাক্রম্যতা ও প্রতিরক্ষায় ইনসুলিনের সংরক্ষণ এবং নিঃসরণের জন্য জিংক খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। জিংকের অভাবে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যাওয়া, ক্ষতস্থান বিলম্বে নিরাময় হওয়া, স্বাদ ও স্নায়ুর অনুভূতি কমে যাওয়া, রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে দুর্বল ক্রিয়া, রাত্রিকালীন দৃষ্টি সমস্যা, গর্ভপাতের ঝুঁকি বৃদ্ধি, টাক হয়ে যাওয়া, মানসিক অবসাদ, ত্বকের পরিবর্তন এবং প্রজনন অঙ্গের অপ্ৰতুল বৃদ্ধি দেখা দিতে পারে।

নির্দেশনাঃ

কিডজিন জিংকের স্বল্পতায় নির্দেশিত। জিংক স্বল্পতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে যেমন অপযাণ্ড খাবার, ক্রটিপূর্ণ শোষণ, আঘাত, পোড়া, ডায়রিয়া বা প্রোটিন হারানোর ফলে জিংকের ঘাটতি দেখা দিতে পারে। রোগীর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত জিংক পরিপূরক হিসেবে খাওয়াতে হবে। এটি নিম্নোক্ত রোগের ক্ষেত্রে নির্দেশিত - পুনরাবৃত্তিক স্বাস্থ্যতন্ত্রের সংক্রমণ, ডায়রিয়া, ক্ষুধামন্দা, প্রতিহত শারীরিক বৃদ্ধি, বিকৃত হাড়ের গঠন, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাব, এক্রোডার্মাইটিস এন্টেরোপ্যাথিকা, প্যারাকেরাটাইটিক চামড়ার ক্ষত, ক্রটিপূর্ণ ও বিলম্বিত ক্ষত নিরাময়, রক্তস্বল্পতা, রাতকানা ও মানসিক সমস্যা।

মাত্রা ও সেবনবিধিঃ

শিশু (১০ কেজির নিচে)ঃ ৫ মি.লি. (১ চা চামচ) দিনে ২ বার।
শিশু (১০-৩০ কেজি)ঃ ১০ মি.লি. (২ চা চামচ) দিনে ১-৩ বার।
প্রাপ্ত বয়স্ক ও ৩০ কেজির উর্ধ্বে শিশুঃ ২০ মি.লি. (৪ চা চামচ) দিনে ১-৩ বার। অথবা চিকিৎসকের পরামর্শে সেবা।

বিপরীত নির্দেশনাঃ

জিংক বা এর অন্য কোন উপাদানের প্রতি অতিসংবেদনশীলতায় এটি নির্দেশিত নয়।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়াঃ

উল্লেখযোগ্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে বমিবমি ভাব বা বমি, পাকস্থলীর গোলমাল, বুক জ্বালা-পোড়া এবং পাকস্থলীর সংক্রমণ।

সতর্কতাঃ

তীব্র বৃক্ক বৈকল্যের ক্ষেত্রে জিংক শরীরে জমা হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, তাই এ ক্ষেত্রে মাত্রা সমন্বয় করে নিতে হবে।

ড্রাগ ইন্টার্যাকশনঃ

জিংকের সাথে টেট্রাসাইক্লিন ব্যবহারের ফলে জিংক ও টেট্রাসাইক্লিন দুটিরই শোষণ লোপ পায়। একইভাবে জিংকের সাথে কুইনোলোন ব্যবহারের ফলে জিংক ও কুইনোলোনের শোষণ ব্যাহত হয়। পেনিসিলামাইনের সাথে জিংকের ব্যবহারে শোষণ কমে যায়।

গর্ভাঙ্কায় ও স্তন্যদানকালীন ব্যবহারঃ

গর্ভকালীন ও স্তন্যদানকালে জিংকের সর্বোচ্চ মাত্রা প্রতিদিন ২০ মি.গ্রা.। জিংক প্রাস্টেট ভেদ করে এবং মাতৃদুগ্ধের সাথে নিঃসৃত হয়।

সংরক্ষণঃ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুকনো স্থানে রাখুন। শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহঃ

কিডজিন সিরাপঃ প্রতিটি বোতলে রয়েছে ১০০/২০০ মি.লি. সিরাপ।

প্রস্তুতকারকঃ



রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, বাংলাদেশ

P12067